দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ SEP 16 2006 পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

৪

পর্যালোচনা

মো. মাসুদ পারভেজ রানা

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে উচ্চ শিক্ষা

যে কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষা ও শিক্ষিত সমাজের ভূমিকা অগ্রগণ্য। একটি শিক্ষিত জাতিই কেবল পারে জাতীয় উন্নয়ন ও সুখী, সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে। শিক্ষিত সমাজের ওপরই দেশের আর্থ-সামাজিক, অবকাঠামোগত ও নৈতিক উন্নয়ন আনয়ন করার দায়িত্ব বর্তায়। দেশ পরিচালনা ও উন্নয়নমুখী কর্মপন্থা প্রণয়নে তাদের ভূমিকাই প্রণিধানযোগ্য। এজন্য বাংলাদেশেও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রত্যেক বছর বাজেট প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্নমুখী কর্মপরিকল্পনাও লক্ষণীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব পরিকল্পনা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, আবার সমর্থন দেয়ার পাশাপাশি উৎসাহও যোগানো হয়েছে। এবারের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়ার হার দেখলেই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। বাধাহীন নকল করার পরিবেশ উত্তরণের পর এরূপ অর্জন অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। এজন্য বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় শেষে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানাবিধ সমস্যা রয়েই গেছে। বিশাল প্রতিযোগিতাপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা যে আশা নিয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন শুরু করে, তার অনেক কিছুই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যতম কারণ হিসাবে বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় দখলের রাজনীতি, কেন্দ্রীয় ও পেশাদার রাজনীতিবিদদের অনাহূত হস্তক্ষেপ উচ্চ শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছে।

গত পাঁচ বছরে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, সেসব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিগত সময়ের চেয়ে এই সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে কম। ১৯৯০-২০০০ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে যে ধরনের সংঘর্ষ হতো, তা দেখা যায়নি বললেই চলে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র একবার ছাত্রশিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষ হয়েছে। চট্টগ্রাম ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির-ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে যে ত্রিমুখী সংঘর্ষমূলক পরিবেশ ছিল তাও অনেকাংশে কম দেখা গেছে। কিন্তু এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে, তা নয়; ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনমুখী না হয়ে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করতে পারছে তাও নয়। বরং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল, ধর্মঘট, ক্লাসবর্জন, ভাঙচুর ইত্যাদি পূর্বের মতই ঘটেছে এবং শিক্ষার পরিবেশ ক্রমেই খারাপ হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ-৫ পাওয়া একজন ছাত্র বা ছাত্রী যেখানে সারাদিন পড়াশুনা করতো, লেখাপড়া ছাড়া কিছুই বুঝতো না; ঐ ছাত্র বা ছাত্রীটিই উচ্চ শিক্ষিত হতে এসে স্বাভাবিকভাবে পড়াশুনার পরিবেশ পাচ্ছে না। এর ফলে তাদের মেধা ও মননশীলতা ক্রমেই হ্রাসমান ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা কী এর পরিণাম যথাবিহিত চিন্তা করছি? আমাদের কী এই পরিস্থিতিতে চুপ করে থাকা ঠিক হবে? অবশ্যই না। সুশীল সমাজ, বিজ্ঞসমাজ আর বুদ্ধিজীবী সমাজ যাই বলি না কেন, আপনারা সোচ্চার হোন, এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন। নৈতিক মনোবল বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের স্ব স্ব দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হওয়া জরুরী। বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্যে বলা দরকার, আপনারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক পরিচালনা করার অধিকার নিশ্চিত করুন। আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত না হয়ে সরকার কর্তৃক মনোনীত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক (ভিসি ও প্রোভিসি) দিয়ে সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা যায় না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিককালে কোনো ভিসিই পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। রাজশাহী ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও একই। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্দোলনের মুখে ভিসি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যা হচ্ছে তার শেষ কোথায় কে জানে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি বা প্রোভিসিগণ প্রশাসক হিসেবে ও অভিজ্ঞতার আলোকে অযোগ্য ছিলেন তা কিন্তু নয়। তাদের শিক্ষাজীবন ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেকেই যথেষ্ট যোগ্য ও অভিজ্ঞ। কিন্তু প্রক্রিয়াগত কারণে তারা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেননি, তাদের কার্যক্রমও সকলে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়নি। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও বিপক্ষ শিক্ষক গ্রুপ সব সময় আন্দোলনে লিপ্ত থাকার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু এমন পরিবেশ আমরা কেউ চাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবীদের শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে মুক্ত জ্ঞানচর্চার পরিবেশ ফিরে আসুক এটা আমাদের সকলের প্রত্যাশা। সামনে নির্বাচন। সকল রাজনৈতিক দল ও জোট অচিরেই তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করবে। আমরা চাই, এই প্রতিশ্রুতিতে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে উচ্চ শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনীতিমুক্ত হবে তা সুস্পষ্টভাবে বলুন। আপনারা ঘোষণা দিন, ক্ষমতায় গেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনীতিমুক্ত করবো, ভিসি ও প্রোভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হবে, বিরোধী দলে থাকলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হরতাল ও ধর্মঘট মুক্ত রাখা হবে। এর সাথে সাথে দেশের আপামর জনগণের কাছে প্রত্যাশা, আপনারা ভোট প্রার্থীদের জানিয়ে দিন, যারা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতিমুক্ত করবে, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে শুধুমাত্র তাদেরই আপনারা ভোটে নির্বাচিত করবেন। পরিশেষে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ও অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলতে চাই, যারা শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি করছেন, তারা একটু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবুন, বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করুন, আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে কি করবেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায় সম্পর্কে আপনাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

❑ লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আদিগন্ত পাতায় লেখা পাঠানোর e-mail address : adigonto06@gmail.com -বিভাগীয় সম্পাদক